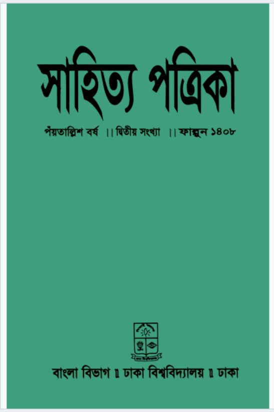



Vol. 45 | No. 2 | 2002



Check for updates



# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


## মধুসূদনের হোমার-দর্শন


| | |
|---|---|
| Volume | 45 |
| Issue | 2 |
| Year | 2002 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | শামসুদ্দিন চৌধুরী |
| Published online | February 1, 2002 |
| DOI | 10.62328/sp.v45i2.3 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v45i2.3 |
| Pages | ৮৪-৯৮ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

# মধুসূদনের হোমার-দর্শন

শামসুদ্দিন চৌধুরী*

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) হোমারকে কোন চোখে দেখেছিলেন, হোমার বিষয়ে তাঁর মতামত কোন পর্যায়ে পড়ে : অধমর্ণতা না গুণগ্রাহিতা; আর তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত? তাঁর কোন কোন রচনায় হোমারের ছায়া অথবা প্রভাব পড়েছে বা তার সমান্তরাল। মধুসূদনের হোমার বীক্ষা বা হোমার-বিষয়ক চিন্তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য।

মধুসূদনের প্রতীচ্য অনুরক্তি প্রায় কিংবদন্তীর মর্যাদা পেয়েছে, অন্তত স্বীয় পত্ররাশিতে জীবনচরিত্রের ঘোষিত লক্ষ্য যোজনায়। যদিও কবে কোন্ পূর্বসূরী তিনি বাছাই করে নিয়েছেন তা এখনও অনির্ণীত— তবে হোমার-ভার্জিল-মিল্টনের প্রসঙ্গ প্রায় স্বীকৃত। এমনিভাবে পূর্ব নির্ধারিত একরকম ধারণায় 'মেঘনাদবধ কাব্য'কেও বিচার করা হয়। প্রচলিত আকল্পের বিরুদ্ধাচরণ, নিন্দিত চরিত্রের স্বতন্ত্র উপস্থাপন, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহযোগে কাব্যটি রচিত হলে রক্ষণশীল ও প্রগতির পক্ষের নিকট পর্যায়ক্রমে আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই সৃষ্টিতে মিল্টনের ছায়াপাত লক্ষ্য করে থাকবেন কেউ কেউ, কিন্তু অন্য আর একটি ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে— তাঁর 'হেক্‌টরবধ' অনুবাদকর্ম, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র তাৎপর্য প্রকাশ করে। ব্যক্তি মধুসূদনের কবিস্বভাব অপ্রকাশিত নয় এবং ছন্দ-বিষয়ক নিরীক্ষায় তিনি পথিকৃৎ। নিরেট গদ্যে নির্বাচিত কিছু স্বর্গের অনুবাদ এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, মধুসূদন কি অন্য কোন রচনার খসড়া হিসেবে 'ইলিয়াড' অনুবাদ করেছিলেন, বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্য। 'হেক্‌টরবধ' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামের সাদৃশ্য ব্যতিরেকেও বিষয়ের সমান্তরাল অনুসন্ধানে এমন সম্ভাবনা উঠে আসে।

অনুবাদে আগ্রহ ও সংশ্লিষ্টতা মধুসূদনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা যুক্ত থাকলেও বিশ্বসাহিত্যে অনুরাগ তাকে এই শ্রমসাধ্য কর্মে ব্যাপৃত

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

রেখেছে বলা যায়। ১৮৬১ সালে কলকাতার পুলিশ কোর্টে দোভাষীর কর্মে নিযুক্ত থাকার সময় উদয়াস্ত পরিশ্রমে নীলদর্পণ অনুবাদ করেন ও ছদ্মনামেই প্রকাশিত হয়, যার খেসারত হিসেবে কবি চাকরিক্ষেত্রে বিরূপতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন সমসাময়িকেরা[১]। আর এই অনুবাদ পাদ্রী জেমস লং-এর উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিবশতই করেছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'রত্নাবলী'র অনুবাদ অভিনয়ের প্রয়োজনে হলেও ১৮৬৭-৬৮ সালের অসুস্থতার সময়ে হোমারের 'ইলিয়াড' অনুবাদ করতে মনস্থ করেন এই প্রণোদনায়— 'যদি ইংরেজি ভাষা না জানা স্বদেশবাসীদের জন্যে এই অপূর্ব কাব্য অনুবাদ করতে পারেন, তা হলে তারা এই অসাধারণ কাব্যের স্বাদ খানিকটা পেতে পারবেন'[২]। 'হেক্‌টরবধ' রচনার এই প্রণোদনা লক্ষ্য করার যোগ্য রোগশয্যার এই প্রয়াস ১৮৭১ সালে খণ্ডিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। তাঁর হোমার অনুরক্তির একরকম পূর্বসূত্র মেলে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রচনাকার্যে; যদিও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উৎস হিসেবে বাল্মীকির কাব্যের বিষয়ে সমালোচকেরা একমত। অমলেন্দু বসুর মন্তব্যে :[৩]

> 'The source of Michael's Meghanad Badh Kavya (Poem on the slaying of Meghanad) is, as any Indian should realise, the Ramayana, the grand epic that for the countless generations has been an malienable part of the Indian conciousness. While a small boy in his village home, Michael often heard his mother read out from traditional Bengali verse— narratives including Krittivasa's popular version of the epic.... It was an impeacable chioce, the subject matter forming a crucial stage in the climax of the epic action of the original Valmiki story.'

শিশিরকুমার দাশ অমলেন্দু বসুর ন্যায়ই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভারতীয়ত্ব বিষয়ে অভ্রান্ত স্বাক্ষর লক্ষ্য করেন, যদিও তা পাশ্চাত্য আদর্শ মেনেই রচিত হয়েছে:[৪]

> 'Michaels' poem is indeed like a bee-hive. He collected nectar from many flowers of many lands : Valmiki and Kalidasa from ancient India, Homer and Virgil, Tasso and Dante and Milton in Europe-and like a bee-hive again it is an integrated whole.'

তাঁর এই মন্তব্যের হোমার-বিষয়ক অংশ সমর্থিত হয় 'হেক্‌টরবধে'র ভূমিকা থেকে যেভাবে মধুসূদন হোমারকে সম্মানের শিখরে বসিয়েছেন :[৫]

'মহাকাব্য রচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস রচয়িতা কবি যে সর্বোপরিশ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের পঞ্চপাণ্ডবের জীবনচরিত্রমাত্র, তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতুর্জ্জুনীয়ম ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপা খণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এসকল কাব্য কোথায়?'

প্রাসঙ্গিক আর একটি তথ্য রয়েছে এই ভূমিকার আরম্ভে:[৬]

'সময়াতিপার্থে উরূপা খণ্ডের ভগবান কবিগুরু জগদ্বিখ্যাত ঈলিয়াস নামক কাব্য সদা সর্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এরূপ ভাব উদয় হইল যে, এ অপূর্ব কাব্য খানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড ভাষানভিজ্ঞজনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি।

উল্লেখ করা চলে মধুসূদনের মাদ্রাস জীবনে প্রতিদিন নিয়মিত হিব্রু, সংস্কৃত, তেলেগু, ল্যাটিন ও ইংরেজি চর্চার সঙ্গে গ্রীকও চর্চা করেছেন। আরও পূর্বে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে বিশপস্ কলেজে ভর্তি হলে গ্রীক-লাতিন-হিব্রু শেখার সুযোগ পান। গ্রীক ভাষার বাইবেল এখানে বিশদভাবে শেখানো হত। এই কলেজে ভর্তি হবার সময়েই তার ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে সনদ দিতে দেখা যায় বিশপস কলেজের অধ্যক্ষ জি ইউ উইদার্সকে:[৭] 'চতুর্থ ছাত্রটি (মধুসূদন দত্ত) তুলনামূলকভাবে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে অনেক বেশি পরিচিত। তদুপরি তার ল্যাটিন ভাষার কৃতিত্ব পাওয়ার মতো জ্ঞান আছে, গ্রীক ভাষার অআকখও সে জানে।' এই কলেজের ছাত্রত্ব শেষের সময় অবিকল মন্তব্য করেন অধ্যাপক রেভারেন্ড স্ট্রীট :[৮] 'সে খুব চালাক-চতুর। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ভালো ছাত্র।' গোলাম মুরশিদের মধুসূদন জীবনীতে তাঁর ৯ জুন, ১৮৪৭-এর নিউ টেস্টামেন্ট বিষয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্রের ফ্যাক্সিমিলিতে গ্রীক হস্তাক্ষর লক্ষণীয়।[৯] বিশপস্ কলেজে অধ্যয়নকাল ১৮৪৪-৪৭ থেকে হেক্টরবধ কাল অন্তত: দুইদশক ব্যবধান। গোলাম মুরশিদ-এর মধুসূদন জীবনী অনুসারে ব্যারিস্টারি জীবন আরম্ভের ছয়মাস পর থেকেই কবি গলার অসুখ, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও আর্থিক অনটনের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ১৮৬৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে 'হেক্টরবধ' রচনা আরম্ভ করেন। খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে ১৮৭১ এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়। এর কৈফিয়ত হিসেবে বলা হয়:[১০]

'একস্থলে কয়েকখানি কপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে (চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে) সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত রচিয়া দিতে পারিলাম না। .....কিন্তু তুমি ও

তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্য পাঠকগণ উপরিউক্ত কারণটি মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ত্রুটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব।'

অথচ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে গ্রন্থটি এভাবে বর্ণিত: 'হেক্টর-বধ, অথবা ঈলিয়াস নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান ভাগ'। হোমারের গ্রন্থের 'উপাখ্যান' রচনা করলেও মধুসূদন অনুবাদের আদর্শ বিস্মৃত হননি:[১১]

'আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই ... স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাবসমুদয় দূরীভূত করিতে হয়।'

অন্য ভাষার কোন গ্রন্থ সরাসরি অনুবাদ না করে অভিযোজন বা adaptation করার কথা বলেন মধুসূদন দত্ত। নিজস্ব রুচি অনুযায়ী মহাকাব্যটির গ্রহণ-বর্জন করেন; যার প্রক্রিয়ায় 'উপক্রমণিকা' যুক্ত হয় এবং হোমারের রচনার প্রতি দুটি সর্গ এক একটি পরিচ্ছেদে পরিবেশিত হয়। মধুসূদনের রচনার ছ'টি পরিচ্ছেদে হোমারের দ্বাদশ সর্গ সরল গদ্যে উপস্থাপিত হয়। যদিও গ্রন্থনাম 'হেক্টর-বধ' অথচ গ্রন্থমধ্যে এ ঘটনার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়নি। ভবিষ্যতে পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি এ অসম্পূর্ণতা ঘোচাতে পারত; মধুসূদনের অনুবাদের পরিচ্ছেদ অনুযায়ী বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:[১২]

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | 'কলহ' ও 'শক্তিপ্রদর্শন' শীর্ষক | ১ম ও ২য় সর্গ |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 'সন্ধি' ও 'সন্ধিভঙ্গ' শীর্ষক | ৩য় ও ৪র্থ সর্গ |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 'দ্যোমিদের দেবগণের বিপক্ষে সংগ্রাম' এবং 'হেক্টর ও এণ্ডোমাখি' শীর্ষক | ৫ম ও ৬ষ্ঠ সর্গ |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 'আয়াস-হেক্টর সংগ্রাম' কাহিনী হৃত, প্রাচীর সন্নিকটে ট্রয়বাহিনীর উপস্থিতি' শীর্ষক | ৭ম সর্গ |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 'আকিলীসের নিকট দৌত্য' ও 'রজনী সমাগমে' শীর্ষক | ৯ম ও ১০ম সর্গ |
| ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 'আকিলীসের পর্যবেক্ষণ' ও 'হেক্টর কর্তৃক প্রাচীর ধ্বংস' শীর্ষক | ১১শ ও ১২শ সর্গ |

অসমাপ্ত এই রূপান্তর দ্বাবিংশ সর্গে পৌঁছুলে আকিলীসের সঙ্গে যুদ্ধে হেক্‌টরের মৃত্যু ঘটত। যার পর আকিলীস-সখা পেট্রোক্লাসের শেষকৃত্য, মুক্তিপণের বিনিময়ে প্রায়াম কর্তৃক হেক্‌টরের মৃতদেহ গ্রহণ ও জাঁকজমকপূর্ণ বিদায়। মধুসূদন তাঁর বছর দশেক পূর্বেকার 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যেভাবে সর্গ বিন্যাস করেছেন তাতে এই অনুবাদের আবছা সমান্তরাল সনাক্ত করা যেতে পারে:[১৩]

সর্গ ১ : কাব্যদেবীকে হেলেনিক তথা ইউরোপীয় রীতিতে আবাহন করে রাবণের রাজসভায় বিলাপ, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত পুত্র বীরবাহুর জন্য; যার প্রেক্ষিতে রাজপুত্র মেঘনাধ রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করেন ও অনুমতি লাভের মধ্য দিয়ে মহাকাব্যের মূল ঘটনার সূত্রপাত হয়।

সর্গ ২ : দেবরাজ ইন্দ্র ও শচীদেবী উমাদেবীকে রামচন্দ্রকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। শিবের সম্মতি ও মায়াদেবীর সাহায্য পেয়ে উমা ইন্দ্রকে তার সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

সর্গ ৩ : লঙ্কার শ্রেষ্ঠ বীর মেঘনাদ পত্নী বীরাঙ্গনা প্রমীলা স্বামীসহ রাজধানীর বাইরে ছিলেন। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে মেঘনাদ একাই নগরে প্রবেশ করেছিল। স্বামীর বিলম্ব দেখে প্রমীলা সখীদলসহ রামচন্দ্রে দলবল কর্তৃক অবরুদ্ধ লঙ্কায় প্রবেশ করতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হয় বটে, পরে রাম তার রণংদেহী মূর্তি দেখে সসম্মানে পথ ছেড়ে দেয়। প্রমীলা নগরে প্রবেশ করে।

সর্গ ৪ : রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে মেঘনাদের যুদ্ধযাত্রার আগের দিনের সন্ধ্যা, লঙ্কায় উৎসবের আমেজ. নাগরিকবৃন্দের আশা মেঘনাদ রামকে পরাজিত, বিভীষণকে বন্দী করে শত্রুব্যুহ সাগর পার করে দিয়ে আসবে। অন্যদিকে অশোকবনে বন্দিনী সীতা, বিভীষণপত্নী সরমা রাবণের সীতা অপহরণ কাহিনী শুনতে চায়। ফ্ল্যাশব্যাকে অপহরণ বর্ণিত হয় এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে রাম ও তার বাহিনীকে সাগরপথ দখল করে থাকতে দেখা যায়। এরই মধ্যে বিভীষণ রাবণকে ন্যায়ের পথে আসতে বলে ব্যর্থ হয়ে রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দেয়।

সর্গ ৫ : ইন্দ্র আগামী দিনের যুদ্ধ নিয়ে উদ্বিগ্ন হলে সম্মোহনের দেবী মায়া জানায় সে ছলনায় মেঘনাদকে ভুলিয়ে লক্ষ্মণের শিকারে পরিণত করবে। লক্ষ্মণও এমনি কিছু দৃশ্য দেখে; পথে নেমে লক্ষ্মণ কয়েকটি ছায়ার দ্বারা ভীতি প্রদর্শনের কবলে পরলে চন্ডী দেবী তাকে আশীর্বাদ করে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যেতে বলে, যেখানে মেঘনাদ অগ্নির দেবতা বৈশ্বানরের উপাসনা করছে।

সর্গ ৬ : লক্ষ্মণ যখন রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অনুমতির জন্য রামের নিকটে যায় মহাকাব্যিক ক্রিয়া চূড়ায় পৌঁছে। আকাশে সর্প ও ময়ূরের লড়াইয়ের ফলাফল লক্ষ্মণের বিজয় সূচিত করে। মায়া দেবীর কৌশলে ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী লঙ্কা ছেড়ে যায়। বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা গৃহে প্রবেশ করে অপ্রস্তুত অবস্থায় মেঘনাদকে হত্যা করে।

সর্গ ৭ : আর্তনাদ শুনে প্রমীলা রাজমাতার নিকটে যায়, রাবণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে পুত্রের হত্যাকারীর প্রাণনাশের জন্য প্রস্তুত হন; রোদনউন্মত্তা মন্দোদরী রাজসভায় প্রবেশ করে। রাজসভায় শোক প্রকাশ নিষ্ফল বিবেচনা করে রাবণ যুদ্ধযাত্রা করেন। রামচন্দ্রের পক্ষের লক্ষ্মণকে পেয়ে রাবণ হুশিয়ারি দেন ইন্দ্র, কার্তিক বা রামচন্দ্র-সুগ্রীব কেউই তাকে বাঁচাতে পারবে না। হতচেতন লক্ষ্মণকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে আসেন রাবণ।

সর্গ ৮ : সীমাহীন দুঃখ নিয়ে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অচেতন দেহের পাশে বসে সুখের দিনের স্মৃতিচারণসহ বিলাপ করতে থাকে। এ অবস্থায় স্বর্গে উমা শিবকে রামের দুঃখ লাঘব করতে বললে, শিব জানায়, রাম অচিরে স্বর্গে দশরথের সঙ্গে মিলিত হলে তিনি লক্ষ্মণের প্রাণসংযোগের উপায় বাতলে দেবেন। এরপর রাম স্বর্গপুরীতে যাত্রা করে। পথে আরও প্রাচীনের সাক্ষাৎ পায়, দশরথের দেখা পেলে জানতে পারে বিশল্যকরণীর প্রয়োগে লক্ষ্মণের দেহে প্রাণসঞ্চার ঘটবে। লক্ষ্মণের প্রাণসঞ্চার বিষয়ক এই দীর্ঘতম সর্গ ইউরোপীয় মহাকাব্যজাত সংযোজন।

সর্গ ৯ : রামচন্দ্রে শিবিরে জয়োল্লাস শুনে রাবণ চমকে ওঠেন। বানর সেনাধ্যক্ষ হনুমান বিশল্যকরণীর খোঁজ করে গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনলে শুশ্রূষায় লক্ষ্মণের প্রাণসঞ্চার হয়। প্রিয়পুত্রের সৎকারের জন্য এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে রাবণ তার অমাত্য সারণকে পাঠায়। রামের সম্মতি নিয়ে বার্তাবহ প্রত্যাবর্তন করে। এরপর সরমার মুখে সীতা মেঘনাদের মৃত্যু ও প্রমীলার সতীদাহের সংবাদ জানে। যথামর্যাদায় শেষকৃত্য ও সহমরণ ঘটে। দেব-দানব-নরের কৌতূহলের মধ্য দিয়ে লঙ্কা নগরী এক সপ্তাহ শোক পালন করে।

উভয় রচনা, 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ইলিয়াড', উৎপত্তি ও চরিত্রগত ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে পরস্পরের সাযুজ্য সম্বন্ধে অনুমান জেগে ওঠে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালীন মধুসূদনের মন্তব্যরাশি যা চিঠিপত্রের পাতায় ছড়িয়ে আছে। যেমন' মেঘনাদবধে'র রচনাপর্বে মধুসূদন ১৪ জুলাই, ১৮৬০ এর

এক চিঠিতে মন্তব্য করেন–[১৪] 'If the father of our poetry had given Ram human companion I would have made a regular Illiad of the death of Meghanad.' তাঁর পত্রাবলীতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উৎস, গ্রীক কাব্যের প্রণোদনা, হোমার প্রমুখের অনুসরণ বিষয়ে মন্তব্য পাওয়া যায় গ্রীক মিথের অবারিত প্রয়োগসহ একজন গ্রীকসুলভ কাব্যই রচনা করতে চেয়েছেন :[১৫]

> 'It is my ambition to engraft exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you, you shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done.'

এই দৃপ্ত উচ্চারণে কাব্যটির হেলেনিক উৎস বিষয়ে প্রাথমিক আস্থা জন্মাতে পারে। হোমারের কাব্যের চতুর্দশ সর্গের অনুকরণ বিষয়ে স্বীকারোক্তিও পাওয়া যায় :[১৬]

> 'As a reader of the Homeric epos, you will, no doubt, be reminded of the fourteenth Illiad, and I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I hope I have given a episode as through a Hindu air as possible.'

অষ্টম সর্গ লেখার সময়ে মন্তব্য করেন–[১৭] 'Mr Ram is to be conducted through hell to his father, Dasaratha, like another Eneas.' এর পূর্বেও লিখেছেন[১৮] - 'It cost me many a tear to kill him.' পাশাপাশি স্মরণ করা চলে বন্ধু কেশবচন্দ্রকে লেখা চিঠির মন্তব্য[১৯] - 'I am engaged in writing a poem on the death of Meghanadh, the celebrated son of Ravana, generally known as Indrajit'. মেঘনাদের মৃত্যু ঘটবে লক্ষ্মণের হাতে, যে রামের সহকারী; ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দুর্বল হয়ে পড়বে রাবণপক্ষ, যে ইন্দ্রজিতের প্রতি লক্ষ্য করা যায় লেখকের পক্ষপাত[২০] - 'People here grumble and say that the heart of the poet in Meghanad is with the

Rakhasas. And that is the real truth. I despire Ram and his rabble; but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination; He was a grand fellow.' রাম-রাবণের লড়াইয়ে, প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও কাব্যপ্রসিদ্ধির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, তাঁর পক্ষপাত রাবণের দিকে; অপরদিকে ইলিয়াডে রয়েছে ট্রোজান ও একীয়দের লড়াই, যার কেন্দ্রে রাজবধূ হেলেনের অপহরণ যদিও তা প্রণয়জাত, আকিল্লেস আগামেম্নোনের পক্ষের সৈনিক। দেবপুরোহিতের যুদ্ধবন্দী কন্যাকে প্রত্যর্পণ করতে আগামেম্নোনকে বললে অপসারিত হতে হয় আকিল্লেসকে এবং তিনি যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। তার দেবমাতা পুত্রের সম্মান রক্ষার্থে শত্রুপক্ষের নিকট একীয়দেরকে নাজেহাল করান। পরাজিতপ্রায় একীয়দের নিকট আকিল্লেসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; তার প্রিয়পাত্র তারই বর্ম পরে যুদ্ধে নেমে প্রাণ হারালে আকিল্লেস যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও সর্বসংহারী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। হেক্টর নিহত হয় ও তার শবদেহ লাঞ্ছিত হয়। দেবকুলের অনুরোধে আকিল্লেস প্রায়ামের হাতে হেক্টরের মৃতদেহ তুলে দিয়ে শেষকৃত্যের আয়োজনে সম্মত হন।

মেঘনাদের শেষকৃত্যের আয়োজনের সঙ্গে ইলিয়াডের মিল দেখানো সম্ভব; কিন্তু যে দৈব মন্ত্রণায় লক্ষ্মণ বেঁচে উঠে রাবণের হাহাকারকে বাড়িয়ে দেয়, দৈবের নিকট পুরুষাকারের পরাজয় যাকে মধুসূদন আখ্যা দিয়েছিলেন 'প্রাক্তন' বলে— 'কার সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি'। এই প্রাক্তন ধারণাটিও গ্রীক 'নেমেসিস'-এর প্রেরণাজাত। মধুসূদন-মানসেই তুলনার ঝোঁক আরও প্রাচীন। মাদ্রাসে ১৮৫৪ সালের এক বক্তৃতায় ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তৌল করতে বসে মন্তব্য করেন ঃ[২১]

> 'Long before the beautiful but frail Helen kindled the flame which consumed to the dust the proud city of Priam, the faithless Seeta had deserted the arms of her exile husband, and brought desolation's and disaster and woe to the spicy and pearly shores of Lanka.'

তখনও মধুসূদন মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেননি। আবার শেষপ্রান্তে এসেও 'হেক্টরবধের'র ভূমিকায় হোমারের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেন। তুলনাসাপেক্ষে এই শ্রেয়োবোধ তাকে চালিত করেছে পাশ্চাত্য প্রকরণের দিকে; মাদ্রাসে প্রদত্ত এই বক্তৃতাটি তেমনই এক স্মারক যেখানে [২২] অ্যাংলো স্যাক্সন বলতে গোটা পাশ্চাত্যকে ও 'Hindu বলতে, যেভাবে নিজের রচনায় Hindu

air থাকার কথা বলেন, ভারতবর্ষের কথাই বলেন। এই আবাহনে উনিশ শতকে প্রচলিত রাজশক্তিকে স্বীকার করে জাতীয় উন্নতি প্রচেষ্টার কথা রয়েছে। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত[২৩] দেখিয়েছেন এই আহ্বান রামমোহন-বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের অনুরূপ ইংরাজপ্রীতি ও ইংরাজ শাসনে' আস্থাশীল। যদিও মধুসূদন সচেতন যে ভারতবর্ষ তার বিগত গৌরবের দিন নিয়ে পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচীনত্বে দাবী করতে পারে। বর্তমানে আত্ম-উন্নয়নের জন্য তিনি অকপটে অ্যাংলো স্যাক্সন সভ্যতার সাহায্য চেয়েছেন। এই সাহিত্যিক encounter সম্ভব হয়েছিল বাংলায় ইউরোপীয় মিশনারী, শাসক ও বণিকদের আগমনের ফলে; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাইকেলের বহুভাষা অধ্যয়ন ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। তিনি যেমন পাশ্চাতের ধ্রুপদী রচনাসমূহ মূলে পড়তে সক্ষম ছিলেন ও একইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় ছিল। বহু সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের সঙ্গে এই পরিচিতির কারণে যখনই কোন ঐতিহ্যগত নির্বাচনের প্রসঙ্গ এসেছে অধুনা দুর্দশা কবলিত বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য আঙ্গিক অবলীলায় নির্বাচন করেছেন। যদিও আরিস্টটলের মানদণ্ডে সংস্কৃত রচনা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বিচার করা সঙ্গত হয়নি। এসব রচনা লিখিত হত, শ্রী অরবিন্দের কথায়,[২৪] 'With a sense of their function as architects and sculptors of life, creative exponents, fashioners of significant forms of the national thought and ethics and culture.' এবং অরবিন্দ আরও নির্দিষ্ট করে বলেন :[২৫] The whole ancient culture of India is embedded in them with a great force of intellectual conception and living presentation.' অতএব সংস্কৃত রচনা সাহিত্যিক মহাকাব্য হিসেবে বিচার্য হলে উত্তীর্ণ হতে অক্ষম হওয়াই সম্ভব। এছাড়াও এদের সংকলনগত প্রক্ষেপ ও অনুপ্রবেশও বিবেচনাযোগ্য। ফলে :[২৬] 'His admiration of Homer's epic is prompted by the sense of form.' শিশির কুমার দাশের এ মন্তব্য যথার্থ ও সমর্থনযোগ্য। তবে মধুসূদনের কাব্যবস্তু রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়াডের সাদৃশ্যের দিকটিও তিনি উল্লেখ করেন :[২৭]

> 'It is easy to find parallels between the expedition of Rama to the golden city of Lanka where his wife Sita had been forcefully brought by Ravana, the king of the land, and the siege of Troy by Menelaus and other Greek generals to

avenge Pari's flight with Helen. Michael finds the Indian Hector in Meghanad, the son of Ravana, who, however does not have an Achilles as his opponent and dies in an unjust battle.'

পাশ্চাত্য রচনাটির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যের দিকও অল্প নয় :[২৮]

'Ravana, the proud father of Meghanad, is not a shattered old Priam kissing the hands of the slayer of his son, but a valiant fighter determined to avenged Lakshman's killing of meghanad, his son. ... Promila, the wife of Meghanad, is not an Andromache smiling amid her tears as she quietens her child terrified by Hector's helmet plume, but a character modelled on Tasso's Clorinda, acombination of the heroine and housewife. And Sita is not a Helen, a symbol of irresistible feminine charm, but the very ideal of purity : hers is not the face that launched a thousand ships but a face radiating faith and self-abnegation.'

অবশ্য মধুসূদনকে রামায়ণ অনুসরণ করতে গেলে ঔচিত্য মেনে চলতে হত; আর তার কাহিনী পরিকল্পনা সিদ্ধরসের বিচ্যুতি বয়ে আনত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বাইবেলের ন্যায় রামায়ণ অজর অনড় পূর্বনির্ধারিত সাহিত্যিক কানুনের নিগড় সৃষ্টি করে রেখেছে। মধুসূদন তাতে জিম্মি হতে যাননি; তিনি বরং রামের সহায়তার জন্য উমাদেবীকে আনিয়েছেন শিবকে প্রলুব্ধ করে তাকে রাবণের সহায়তা থেকে বিরত রাখার জন্য। এই কাহিনীর কোন সূত্র ভারতীয় মিথে নেই বরং ইলিয়াডের আদলে কল্পিত যেখানে জিউসের মনোযোগ বিচ্যুত করার জন্য হেরা আফ্রোদিতের সহায়তা নিয়ে ইডা পর্বতে ঘুম পাড়ান। নিদ্রার মধ্যে যুদ্ধের গতি ঘুরে যায়। মাইকেল অক্ষরে অক্ষরে না হলেও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন 'intentionally imitated it' বলে। সিদ্ধরসের এই বিচ্যুতি থিমকে বদলে দেয়। নরকাণ্ডে দেবতার অনুপ্রবেশের ধারণা হোমার থেকে সচেতন অনুগ্রহণ। এমনকি রাম-রাবণের যুদ্ধের সৎ-অসৎ এর লড়াইয়ের ধারণাকে বদলে রামকে করেন শান্ত, সৌম্য, দেববন্দিত, গুণী, সত্যবাদী, মরমানব এবং পুরনো কাহিনীর খলনায়ক রাবণকে নতুনরূপে উন্মোচন করেন :[২৯]

'He was not basically interested in the battle between good and evil, but in the men and women involved in the battle. His universe is similar to the Hellenic universe where retribution is the inherent law. It also a Hindu universe where all effects have their causes. But neither did he emphasize the inevitability of Karma or of retribution, but the suffering of man. The immensity of grief and suffering brings the sinner and those sinned against the noble and the low elser. A sense of tragic waste overpowers the reader of this poem and all moral questions are subdued under the feeling of awe and wonder and the fallen heroes assume greatness and nobility.'

এভাবে প্রচলিত রামায়ণকে স্বতন্ত্র মাত্রায় বদলে দেন মধুসূদন। রামচন্দ্রের স্থলে রাবণ-এর চরিত্র যথার্থতা লাভ করে। মধুসূদনের নাটকীয় আরম্ভের ঝোঁকও প্রশ্রয় পায় হোমারের আদর্শের নিকট। কাব্য দেবীকে আবাহনের রীতি তাকে আকৃষ্ট করে নাটকীয় সম্ভাবনার জন্য; পূর্বে যেভাবে নারায়ণ ও সরস্বতীর বন্দনার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হত তার পরিবর্তে বীরবাহুর মৃত্যুতে বিলাপের মধ্য দিয়ে ঘটনার মধ্যভাগ ধরেই নাটকীয় সূত্রপাত হয়। ঘটনার স্থল দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে; ঘটনার দ্রুতগতি হোমারীয় ধরনে স্বল্প সময়কে উপজীব্য করে প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুর শোক ও পরের চার সর্গ ব্যাপ্ত থাকে একটি মাত্র রাত্রি। তিনদিনের সময়সীমায় দীর্ঘ কাহিনী ও বিস্তৃত স্থান পরিবেশিত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ সর্গের ঘটনা কালানুক্রমিক, তবে যুগপৎ চারটি ভিন্ন জায়গায় সংগঠিত। আরিস্টটলের আদর্শে ঘটনার যুগপৎ সংঘটন মহাকাব্যকে 'mass and dignity' দেয়।[৩০] ঘটনারাশিকে পেছনে রেখে হিমবাহের শিখরের ন্যায় পরিবেশিত হয়েছে। মধুসূদন হোমারীয় রীতি মান্য করেছেন এই বীরগাঁথার ক্ষেত্রে; বানর সৈন্যদের উপস্থিতির জন্য যুদ্ধবর্ণনায় বিরত থেকেছেন তাও জানিয়েছেন। সমালোচকদের কারও কারও মতে মধুসূদনের মাদ্রাস জীবনের অভিজ্ঞতা বানর সেনাদেরকে ethnic মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রে :[৩১] 'The nature of the does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, the only one. That is in book VII and I hope I have succeeded.' হোমারের তুলনায় নিজের স্বাতন্ত্র্যের দিকটিও চিহ্নিত করেন মধুসূদন।

অপর একটি প্রসঙ্গে পরোক্ষে হোমারের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়। মধুসূদন 'হেক্টরবধে'র ভূমিকায়[৩২] 'উরূপা খণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে' ভারতীয় মহাকাব্যসমূহকে বিচারে প্রয়াসী হয়েছেন; কবির মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায়, তিনি ও তার সমসাময়িকেরা 'অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের' বিষয়ে অবহিত ছিলেন। অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের ভিত্তি যে হোমারের রচনা তার সঙ্গেও মধুসূদনের গভীর পরিচয় ছিল; এমন কি উত্তরকালের মহাকাব্য রচয়িতা ভার্জিল, দান্তে, তাসো ও মিল্টনের রচনাও তাঁর পাঠ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মধুসূদনের রচনা অ্যারিস্টটলের মতাদর্শের কতটা অনুসারী? জীবনীকার অমলেন্দু বসু মনে করেন,[৩৩] মেঘনাদের মৃত্যু বিষয়ে একক ক্রিয়ার বিস্তার, আদি-মধ্য-অন্ত্য সম্বলিত কাহিনীর গড়ন, অ্যারিস্টটলের কথিত আদর্শ অনুসরণ নির্দেশ করে। তিনি বিস্তৃতভাবেই এই অনুসরণের সমর্থন হাজির করেন :[৩৪]

> "Michael's epic-construction fulfils the Aristotelian conditions of structure. The construction of it's stories, says Aristotle, "should clearly be like that in a drama". Michael's construction too is dramatic. It is based on a single action (unlike the multiplicity of actions in the original Ramayana and Mahabharata), "one that is a complete whole in itself, with a beginning, a middle, and an end." (Aristotle, Poetics, p. 25)
>
> Michael leaves out scores of incidents and characters that occur in Valmiki. He concentrates on one event, the slaying of Meghanad and although in canto after canto, he alludes to numerous other characters and numerous incidents lined to the past or the future, he has nevertheless moved sternly along the straight path of the chosen action. And this action follows the well-established pattern of the dramatic plot. He begins with the Exposition (the two hostile sides); preceeds on the Initial incident (the slaying of Veerbahu); then to the Rising Action (Ravana decides to avenge Veerbahu's death by himself going to the battle-field); then to the climax (the highest

point of dramatic tension) is reached when Lakshmana slays Meghanad in unfair manner; and at last the falling action or Denouement in which is worked out the final Catastrophe or Conclusion (Ravana arranges the funeral of his heroic son) holding forth the promise of another phase in the struggle, a phase in which Ravana himself will be killed."

অমলেন্দু বসুর মতে[৩৫], মধুসূদনের অ্যারিস্টটল অনুসরণ বিশ্বস্ততায় মিল্টনের তুল্য এবং তাসোর চেয়ে অধিকতর বিশ্বস্ত ও ত্রুটিমুক্ত। সর্বোপরি, এটি নিখুঁত শিল্পকর্ম হয়েছে।

১৮৫৪ সালের মাদ্রাসের বক্তৃতায়[৩৬] হোমারের প্রসঙ্গ তুলতে দেখি আর ১৮৭১ সালে 'হেক্টরবধে'র ভূমিকায় হোমারের শিষ্যত্ব গ্রহণে আগ্রহী দেখি মধুসূদনকে তারও পূর্বে বিশপস কলেজে শিক্ষার্থীর জীবনে হোমারের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। জীবনের মধ্যযামে Magnum opus 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনায় হোমার প্রযুক্ত হন। এক বিবেচনায় তিনি 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সর্গের অধমর্ণতা জ্ঞাপন করেন অকৃপণভাবেই হোমারের প্রতি, বানরসেনার জন্য 'Regular Illiad' লিখতে পারছেন না এমন আক্ষেপও করেন। রুগ্‌ণ অবস্থায় হেক্টরবধ অনুবাদ মধুসূদনের শ্রদ্ধার্ঘ, যে প্রণতিতে 'মেঘনাদবধে' হোমারকে অনুসরণ করেছেন দেশবাসীর জন্য ইলিয়াড তরজমাতেও একই অর্ঘ। বাংলা সাহিত্যে অন্য অনেক ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ন্যায় হোমারচর্চাতেও মধুসূদন অগ্রদূত হয়ে রইলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'হেক্টরবধ কাব্য' — উভয় রচনাই মধুসূদনের চোখে হোমারকে তুলে ধরে।

## তথ্যনির্দেশ

১. 'A Drama translated from Bengali by a native': 'ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাহার জীবননির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'–বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য সমালোচকের চোখে অতিশয়োক্তি মনে হলেও মাইকেলকে ব্যারিস্টার হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের অস্বীকৃতির সূত্রপাত 'নীলদর্পণে'র অনুবাদ হতেই ঘটেছিল এমন অনুবাদ করেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত; রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ঐতিহ্য ও পরম্পরা : উনিশ শতকের বাংলা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৯।

২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *'হেক্টরবধ কাব্য'*, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩. Amalendu Bose, Michael Madhushudan Dutt- Makers of Indian Literature, Delhi, 1981, p. 44.

৪. Sisir Kumar Das, Indian to the West Wind— Studies in Literary Encounter, Delhi, 2001, p. 118.

৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মধুসূদন রচনাবলী*, হেক্টরবধ কাব্য, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. গোলাম মুরশিদ, আশার ছলনে ভুলি - মাইকেল জীবনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৭।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০ তে মুদ্রিত।

১০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেক্টর-বধ কাব্য, গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২ থেকে উদ্ধৃত।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩ থেকে উদ্ধৃত।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৫০।

১৩. Amalendu Bose, Michael Madhushudan Dutt- Makers of Indian Literature, Delhi, 1981, P p. 46-49 অনুসরণে এই সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত।

১৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন রচনাবলী, অজিতকুমার ঘোষ সম্পা, পত্রাবলী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৩১১।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

২১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মধুসূদন রচনাবলী* (অজিতকুমার ঘোষ সম্প)। "The Anglo-Saxon and the Hindu" কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২৫৩।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-৬২।

২৩. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ঐতিহ্য ও পরম্পরা : উনিশ শতকের বাংলা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২১৯।

২৪. Sisir Kumar Das, Indian Ode to the West Wind — Studies in Literary Encounter, Delhi, 2001, p. 113.

২৫. Ibid, p. 113.

২৬. Ibid, p. 113.

২৭. Ibid, p. 114.

২৮. Ibid, p. 114.

২৯. Ibid, p. 116.

৩০. Ibid, p. 116.

৩১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন রচনাবলী (অজিতকুমার ঘোষ সম্পা) পত্রাবলী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৩২৯।

৩২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *হেক্টর-বধ কাব্য*, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৩. Amalendu Bose, Michael Madhushudan Dutt-Makers of Indian Literature, Delhi, 1981, p. 53.

৩৪. Ibid, P p. 53-54.

৩৫. Ibid, p. 54.

৩৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন রচনাবলী (অজিতকুমার ঘোষ সম্পা) "The Anglo–Saxon and the Hindu" কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২৫৩।